যায়যায়দিন

তারিখ 27 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাবির প্রথম বর্ষের শূন্য আসনে ভর্তি কার্যক্রম নেই : শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের সম্মান প্রথম বর্ষে বিভিন্ন বিভাগের আসন শূন্য থাকার পরও ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে না। ফলে ওইসব বিভাগে মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছে। তারা ওইসব বিভাগে দ্রুত ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার দাবি জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ই' ইউনিটের ১১টি খালি আসনে অপেক্ষমান তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন উপাচার্যের কাছে ১১ ফেব্রুয়ারি একটি আবেদন করেন। কিন্তু প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা জানায়, শূন্য আসনে ভর্তির জন্য ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয় আর নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে না। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তারা অন্য কোথাও ভর্তির চেষ্টা করেনি। এর ফলে তাদের শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই শূন্য আসনে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে পারছেন না।

শিক্ষার্থীরা জানায়, ১১৭৫ পর্যন্ত অপেক্ষমান তালিকা টানানো হয়। কিন্তু ১১৩৯ পর্যন্ত গিয়ে আসন পূরণ হয়ে যায়। পরে আবারো ফাঁকা হয়ে যায়। তারা নিশ্চিত ছিল যে নতুনভাবে ভর্তির তারিখ দেয়া হবে। তাই অন্য কোথাও ভর্তিও চেষ্টা না করে অপেক্ষা করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভর্তিও কোনো নোটিশ না দেয়ায় তারা হতাশ।

এ বিষয়ে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন জানান, ভর্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রশাসনের ব্যাপার। আসন শূণ্য থাকার বিষয়টি উপাচার্যকে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের অনুমতি পেলে ভর্তি করা যাবে। একাডেমিক শাখার সহকারী রেজিস্ট্রার সুশীল কুমার দাস জানান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ থেকে তারা চিঠি পেয়েছেন। তবে এ বিষয়ে এখনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হয়নি। অতি বিলম্বের কারণে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিষয়টি জানা নেই উল্লেখ করে রাবি উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ নুরুল্লাহ জানান, ভর্তি পুনরায় নেয়া হবে কিনা তা দেখবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখা। যেহেতু প্রথম বর্ষের ক্লাস অনেকদিন আগে শুরু হয়েছে, তাই নতুন করে শিক্ষার্থী ভর্তি সম্ভব হবে না বলে তিনি জানান।